ঝিঙা ফুল
(তঞ্চগ্যা গীত)
গীতিকার ঃ লগ্নকুমার তঞ্চঙ্গ্যা

ঝিঙা ফুল

(তঞ্চংগ্যা গীত)

গীতিকার ঃ লগ্নকুমার তঞ্চঙ্গ্যা

ঝিঙা ফুল

(তঞ্চঙ্গ্যা গীত)

প্রথম প্রকাশ ঃ বিষু ২০১৫

প্রচ্ছদ : লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

মুদ্রণ ঃ সীবলী অফসেট প্রেস,
কাকলী মার্কেট, কাঠালতলী,
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
ফোন ঃ ০৩৫১-৬১৮৮২

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ [illegible]

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয়

স্বর্গীয় মা-অর্মিলা তঞ্চঙ্গ্যা

বাবা- তপস্যা তঞ্চঙ্গ্যা

এবং

এযাবত যাঁরা তঞ্চঙ্গ্যা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সুরক্ষা করেছেন, করছেন ও করবেন।

সুচীপত্র

সুচীপত্র

ঝিঙা ফুল

সুরঃ সুচন্দা প্রভা তঞ্চঙ্গ্যা

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ০২/০২/৮৬

ও ঝিঙাফুল দেঅং তরে দোল।
বেলান গেলে সাচুন্যা উলে
গিলে গিলে ফুদিদে
সনা রঙে এইল ছেড়ে
মাধা লারিদে!
ও ঝিঙাফুল দেঅং তরে দোল
বছর বছর পুট্টি বছর
জুম গিলত্ ফুদিদে
বেলান গেলে সময় উলে
শুঅর কুড়া ভরা বিলি
সনা রঙে জুলি জুলি
মাধা লারি,
তুই মরে কইদিদে।
ঝিঙা ফুল ও ঝিঙা ফুল
আর তুই কমলে ফুদিবে সংজাগাত্
ঘর মুচুঙে ম-চাঙত্।

***

বঙ্গানুবাদ

ঝিঙা ফুল- ওহে ঝিঙাফুল
দেখি তোমায় সুন্দর
পরন্ত বিকেলে জুমের ঝোপে ঝোপে
সোনার রঙে সবুজের ফাঁকে
মাথা তোমার নাড়তে!
ওহে ঝিঙা ফুল
বছর বছর প্রতি বছর
জুমের ঝোপে ফুটতে
বিকেল হলে সময় হলে
শুকর কুড়া ডাকতে আমায়
সোনা রঙে জ্বলে জ্বলে
মাথা নেড়ে
তুমি আমায় বলতে।
ঝিঙা ফুল ওহে ঝিঙা ফুল
আবার তুমি ফুটবে কবে সমতলে
আমার ঘরের সামনের মাচাতে।

***

ধুব তাবেইং

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা   রচনা : ১৯৮৫

ধুব তারেইং! ও ধুব তারেইং!!
মুরুং ছাড়ার আহাত্ তুই
অচল ধুব তারেইং
বুঅর তলে জন্ম লুইঅং
দেত্তাছড়ি মোইন পাড়া
যিদি যাইদুং সাত পুরি ন-ফেলাইন্
(মুই) তহ্ কধা।
ধুব তারেঙর জুম্মআ পআ
ঘুরি ঘুরি দেত্ বেড়াইন্
মুরুং ছড়ার আহাত্ ঘর
কুইদে ন-লাচাইন্।
দেত্ দুনিয়া ঘুরি বেড়াইনে
আইনে তরে কইন্ ও সিদে
মনর কধা কই পারিতর
মুইঅ আসিন্দ্যে।

***

বঙ্গানুবাদ

ধবল পাথরের খাড়া দেয়াল
মুরুং ছড়ার আগায় তুই উঁচু পাহাড়।
তোমার বুকে জন্ম আমার
দেত্তাছড়ি মইন পাড়া
যেথায় আমি যাইনা কেন
ভূলবনা তোর কথা।
পাহাড় দেশের পাহাড়ী ছেলে
ঘুরে ঘুরে দেশ বেড়াবো
মুরুং ছড়ার আগায় ঘর
লজ্জা নাহি করবো।
দেশ দুনিয়া ঘুরে ফিরে
এসে তোমায় বলবো।
তোমার মনের কথা জেনে
আমিও যে হাসবো।

***

ও জিদু নাইত্চ্যা বাব্

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা রচনা : ১৯৯৮

ও জিদু নাইত্চ্যা বাব্
ঝারি ঝারি শেত্ গুইল্যে তুই
আমা ইদিয়ার চুককান্ জাত॥
ডাক্তর বুইদ্যের দারু পালে
রোগ বেআদি ছাড়িযায়
দারুছাড়া বানা বানা
ঝাইল্যে বেলে
কন্ বেআদি ছাড়ে চাই?
ও জিদু নাইত্চ্যা বাব
মুআন ন-গুরিত পাচারাত্
রোগ মুজিন দারু দিনে
বাচাই রাহা আমাজাত।
***

বঙ্গানুবাদ

ওহে জেঠা নাইচ্যার বাপ
ঝেরে ঝেরে শেষ করলে তুই
আমাদের এই অজ্ঞজাত।
ডাক্তার বৈদ্যের ঔষধে
রোগমতে সেবা পেলে
রোগ ব্যাধি ছেড়ে যায়।
ঔষধ বিনে শুধু শুধু
ঝারলে পরে
কোন ব্যাধি ছেড়ে যায়?
ওহে জেঠা নাইচ্যার বাপ
মুখ বেঁকে তুই না তাকাস
রোগ মতে ঔষধ দিয়ে
বাঁচিয়ে রেখো আপন জাত
***

আমি ইদিআর মানুইতষ্যোন

সুরঃ সুচন্দা প্রভা তঞ্চঙ্গ্যা লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনাঃ ১৯৯০

ওক, যার জন্ম জাহা মুরুংছড়া ঘিলামইন,
ওক সিজক আ বড়কলক
ঘিলা, নীলা, আলুটিলা ফুরমইন
একখান কধা,
জাদি জাদি মিলি আহি
আমি ইদিআর মানুইত্ষ্যোন

মইনে মুঢ়ায় জুম গুরিনে বাঁচি থেই
শান্তি সুএ দিন কাদাবার আমি চেই
আমি ইদিআর মানুইত্ষ্যোন।

জ্ঞান গুড়িমায় ভুরি তুলিবং
আমা ই দেত্শ্যান
ধনে জনে মিলি মিশি সুএ থাবং
আমি ইদিআর মানুইত্ষ্যোন
***

বঙ্গানুবাদ

হোক যার জন্ম জায়গা মুরুংছড়া ঘিলামইন
হোক, ঘিলা, নীলা, আলুটিলা, ফুরমইন।
একটা কথা-
জাতি জাতি মিলে আছি
এদেশেরই মানুষজন
বাঁচি মোরা পাহাড় চুড়ায় জুম চাষে
শান্তি সুখের জীবন মোরা চাই সবে
এদেশেরই মানুষজন।
জ্ঞান গড়িমায় তুলবো ভরে
মোদের এদেশটারে
ধনে জনে মিলেমিশে থাকবো সুখে
মোরা এদেশেরই মানুষজন।
***

ও ফুল তুই ফুদি থাক

সুরঃ সুচন্দা প্রভা তঞ্চঙ্গ্যা

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : আগষ্ট/৯২

ও ফুল তুই ফুদি থাক ম-বাগানত্
চিরদিন ফুদি থাক তুই ম-বাগানত্
যেধকদিন পারইত্ তুই ফুদিনে থাবেদে
ম-মনত্ এককুই ত-রঙান ছড়াবে।
বাঁচি থাইন চাই চাই যুয়ে যুয়ে ত রঙান
ভুরি থাব এককুই খুশীয়ে ম-মনান।
যকেক উব দুএ ভরা (ম) জীবনান
ভুরি থাব ত-রঙে খুশীয়ে পরানান
***

বঙ্গানুবাদ

ওহে ফুল তুই ফোটে থাক
ও হে ফুল ফোটে থাক মোর কাননে
চিরদিন থাকো তুমি মোর কাননে।
যতদিন পার তুমি ফোটেই থাকবে
অন্তর তুমি রাঙিয়ে মোর
তব রঙিন রঙে।
চিরদিন থাকবো বেঁচে তব রঙিন রঙে
ভরে যাবে মনপ্রাণ খুশীতে।
দিনে দিনে ক্ষনে ক্ষনে,
যখনি ছেয়ে যায় মোর জীবন দুখে
ভরে রবে প্রাণ মোর তবরঙে খুশীতে।
***

নীল আকাইশ্যা তলে আমার

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : মে/২০০৪

নীল আকাইশ্যা তলে আমার
অচল মোইন পাড়া
মোইন দিআলী ঘর আহন
গাইচ্যা বাইশ্যর ছাবা।
পিবির পিবির বুইয়ার বায়
মুভা পুককুন ড-রন
নানা পাইছ্যে গান গান
ঝাগে ঝাগে উড়িযান।
গাইছ্যর তলে চিঅন পআয়
কধক খেলা খেলিথান
বিনন্যা বিল্ল্যা কুম করত্লোই
গাবুর মেলায় পানি বন।
***

বঙ্গানুবাদ

নীল আকাশের নীচে মোদের
নীল আকাশের নীচে মোদের
উঁচু পাহাড়ের মইন পাড়া
মইন বরাবর ঘর রয়েছে
গাছ বাঁশেরই ছায়া।
ঝির ঝির ঝির বাতাস বহে
মৌমাছিরা গুজরায়
নানা পাখি গান গায়
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায়।
গাছের ছায়ায় কত শিশু
খেলে দুলে দিন কাটায়
সকাল সন্ধ্যা কলসী কাঁখে
যুবতীরা ঘাটে যায়।
***

ও বুইয়ারান

সুরঃ সুচন্দা প্রভা তঞ্চঙ্গ্যা

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ০২/০২/৯০

ও............ বুইয়ারান
যাইনে তুই কই দেগোইনা
পরান দারে ম-মনর খবরান।
পিবির পিবির যাইনে উড়ি
কই দেগোইনা ঝাদিগুরি-খবরান
আকাইশ্যর চান তারা যেধকদিন জুলিথান
বাঁচিথাব তারলাই মর কোয়াইত্ পানাআন
আওইস্যর পরানদা লোই
দিজনে সমারে
গুরিবার চাংগে মুই
সুঅর জীবনান।
***

বঙ্গানুবাদ

ওহে.......... সমীরণ
ওহে............ সীমরণ
বলনা গিয়ে প্রাণ প্রিয়কে
আমার মনের খবরটা।
ঝির ঝির ঝির গিরে উড়ে
দাওনা বলে ত্বরা গিয়ে
প্রাণ প্রিয়কে আমার মনের খবরটা।
আকাশের চন্দ্র তারা
যতদিন থাকবে জ্বলে
থাকবে আমার ভালবাসা
তাহারি তরে।
সাধের ঐ প্রিয়ের সাথে
গড়তে চাই দু'জনে
শান্তি সুখের জীবনটা
***
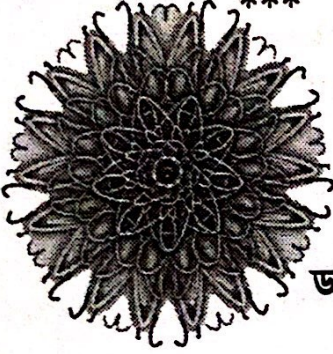
ড- অরের পাইতছআ পিউং পিউং

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ০৮/০৫/১১

দ অরের পাইত্ছআ পিউং পিউং
গররআ আবাক পারাপাং
ও পরাণদা তুই আবেনে?
নাচি উদে ম-মনান।
বিষুলক্ষে মেলায় মত্তে
ঘিলা খেলা খিলিবং
তুই মুই দ্বি জনে
এক কাইত্তি ওই উচাবং।
চিদাগুরি ত-কধা মুই
অকতে অকতে বিষুং যাং
ও পরানদা আইনা ঝাদি
নাচি উদে ম-মনান।
***

বঙ্গানুবাদ

পিউং পিউং ডাকছে পাখি
পিউং পিউং ডাকছে পাখি
আসবে নাকি অতিথি?
প্রাণবনধু আসবে বলে
মনটা আমার উঠছে নাচি।
বিষুর সময় ঘিলাখেলা
খেলবো যুবক যুবতী
তুমি আমি একদলে হোই
মারবো ঘিলা ঠিক করি।
তোর ভাবনায় বিষম খাই
মাঝে মাঝে প্রায় আমি
প্রাণ বন্ধু তই আয়না ত্বরা
মনটা আমার উঠছে নাচি।
***

উড়ি উড়ি যাইদ চায় ম-মনান

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ২১/০২/৯০

উড়ি উড়ি যাইদ চায় ম মনান
চার কাইত্ত্যি ঘুরি ফিরি
চাবারলোই সংসারাণ।
আইতস্যা দিনত।
চারকাইত্ত্যি নানান দেশর মানুইতষ্যোন
যাইনে মুই চাইদুং গোই
ঘুরি ফিরি সংসারণ
আওইত পুরাই চাইনে বেলে
ধন্য উইদ জীবনান।
***

উড়ে উড়ে যেতে চায় ম মনান
উড়ে উড়ে যেতে চায় মন আমার
ঘুরেফিরে চারিদিকে দেখতে এই সংসার
আজকের এ দিনে
চারিদিকে নানা দেশের মানুষজন
গিয়ে আমি দেখতাম।
কেমন আছে কি করছে?
পারতাম যদি দেখতাম গিয়ে
ঘুরে ফিরে এ সংসার।
মনের মতো দেখে পরে
ধন্যজীবন হতো আমার।
***

ওক ওক চিআন ওক

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : মে/৯৮

ওক ওক চিআন ওক
ন-ওক তরমর স্ববনর জীবনান
ওক ওক চিআন ওক
ফল পাউরে ভুরি উধোক
মুই ছাড়া তর সংসারান।
উলেস্যাঃ তরমর কধা কই
গাইছ্যে বাইশ্যে পশু পাইছ্যে
কানিদন।
ত মুই হং
মরে ছাড়া ভুরি উদোক
সংসারান তর
আসং আসং।
***

বঙ্গানুবাদ

হবে হোক তাই হোক
হবে হোক তাই হোক
না হোক, তোমার আমার
স্বপ্নের জীবন।
হবে হোক তাই হোক
ফুলে ফলে ভরে উঠুক
আমি ছাড়া তোমার
সুখের জীবন।
হয়তো বা দু জনার কথা ভেবে
তৃণলতা, পশু পাখি কাঁদছে।
তবু বলি--
আমাকে ছাড়া উঠুক ভরে
হাসি খুশিতে তোমার সুখের জীবন।
***

ও পরানদা ন-লাচাইত্

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : জুলাই/২০০১

ও পরানদা ন-লাচাইত্
ভাদ আশিন মাইস্যাইত তুই
আমা চিদি বেড়া আইত্।
ই সুদিন্ন্যা আবে তুই
ভাসি উদে ম-মনত
রাঙা রাদা চুমা ফুল
গুছাই দিবে ম- কানত্
চিঁড়া মকক্যা, কইন চোল
সক্কে উব জ্বালাব্বর
তআই তআই লুঙিবেছি
মইন মাধা জুমঘর
কালা বিনি পিধা হাবং তুই আলে
জুন পঅরত ইচর মাধাত্
গব মারিবং দি-জনে।
**

বঙ্গানুবাদ
ওগো প্রাণ প্রিয়

ওগো প্রাণ প্রিয় লজ্জা তুমি নাহি করো
ভাদ্র আশ্বিন মাসে তুমি বেড়াতে আসিও
এই সুদিনে আসবে তুমি মন যে আমায় বলে
রাঙা রাটার চুমাকুল গুহিরে দিবে কানে।
চিনার ভুট্টা, কাউন চালে হবে তখন অঢেল
খুঁজে খুঁজে আসবে তুমি পাহাড় চূড়ায় জুমের ঘর।
কাল বিনির পিঠা খাবো তুমি আসার পর
জ্যোৎস্নারাতে মাচায় বসে
বলবো কথা অন্তরে অন্তর।
***
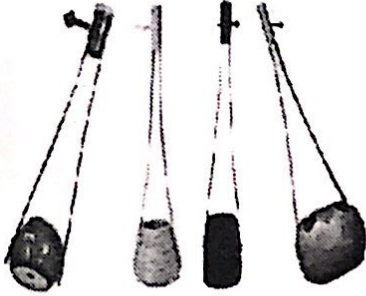
উবনি সংসারত্

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : মে/৯৮

উবনি সংসারত্? দিহিলুং স্ববনত্
তরলোই দ্বি-জনে বেড়াইত্ত্যি বাগানত্।
আসি আসি নাচিনাচি
মনকধা কই কই
ধরাধুরি বেড়াইত্ত্যি বাগানত্।
নানা রঙে ফুল যেন মাধা লারিদন্
নানা সুরে গাইছ্যে, বাইশ্যে
পাইস্যে গীত্ গাইদন্।
ঈঃ কীঃ দোল ছি বাগানত্
বেড়াইত্ত্যি দ্বি-জনে স্ববনত্।
***

বঙ্গানুবাদ
হবে কী সংসারে

হবে কী জগতে দেখেছি স্বপনে
তুমি আমি দু'জনে ঘুরছি বাগানে
হেসে হেসে নেচে নেচে
মনের কথা বলে।
ধরাধুরি দু'জনে ঘুরছি স্বপনে বাগানে।
নানা রঙের ফুল যেন দুলছে
নানা সুরে গাছে বাঁশে
পাখি গান গাহিছে।
আহাঃ কীঃ মনোহর সেই বাগানে
ঘুরছি দু'জনে স্বপনে।
***

ও ছড়া পানিআন

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : মে/৯৮

ও ছড়া পানিয়ান
যাইত্ তুই কু ধি?
চরত্ চরত্ ঝম্ ঝম্ গুরি
যাই আহইত্ তুই যুগ ধুরি।
মইন্ মুঢ়া আ শিল ছেড়েদি
কঅ্না মরে যাইত্কুদি?
ঝম্ ঝম্ আ চরত্ চরত্
এক্কুই শুনং ত-গানান্
ত-সমারে যাবার লাই
পা অ্ল উইয়্যে ম-মনান্।
***

বঙ্গানুবাদ

ওহে ঝরনার পানি তুই
যাও কোথায় চলে?
ঝম্ ঝমাঝম্ শব্দ করে
যুগের পরে যুগ্ ধরে
যাও কোথায় চলে।
পাহাড় জিরি নুড়ির ফাঁকে
বলনা আমায়
যাও কোথায় চলে?
ঝম্ ঝম্ আর চরত্ চরত্
সদাই শুনি তোমার গান:
সংগে তোমার যাবার লাগি
পাগল মম মন-প্রাণ।
***
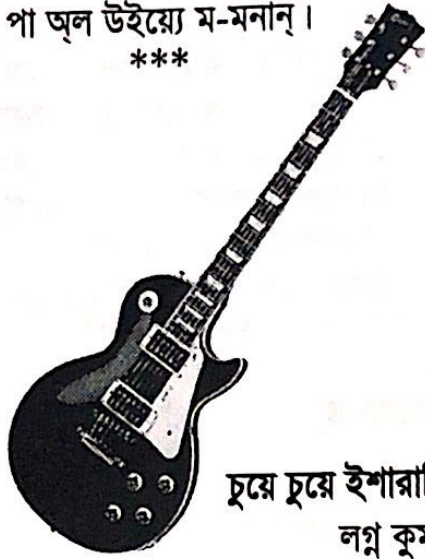
চুয়ে চুয়ে ইশারাদি

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ০৮/০৫/১১

চুয়ে চুয়ে ইশারাদি
কধক্ ভাব দেয়ালে
মন দিবেনে ভাঙিচুরি
তুইদ মরে ন-কুলে।
মন চাইনে তর
কুলুং কধা চুরগুরি
আসি আসি দৌড়িনে তুই
কুধি ধাই গেলে?
ও সুন্দরী, কুইত্চ্যা গাবুরী
মন দিবেনে ভাঙিচুরি
তুইদ মরে ন-কুলে।
***

বঙ্গানুবাদ

চোখে চোখে ইশারাতে
কত ভাব দেখালে
মন দিবে কি ভেঙে চুড়ে
বলে না গেলে।
মন চেয়ে তোর চুপি চারে
বলেছিনু হাতে ধরে।
হেসে হেসে দৌড়ে গিয়ে
কোথায় তুমি পালালে?
ও সুন্দরী কিশোরী যুবতী
মন দিবে কি ভেঙেচুরে
আমায় না বলে
কোথায় তুমি লুকালে?
***

থুই চুমা

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ২৭/০৮/১১

থুই চুমা
নাঙান তর কুইধে মর
ভারী গম্ লাগে।
একবার যুদি দেহং তরে
আর চাবার মনে কয়।
মা-বোইনর আ-নআ বোঅর
আদরে-
পার ওই আইত্স্যাইত্ বছর বছর
পুত্তি বছর আমন খাইন্ষ্যর
আশীর্বাদে।
চুলি আইত্স্যাইত্ পাইত্ কাবরে
তঞ্চঙ্গ্যা মেলার ধককান
ধুরি।
***

বঙ্গানুবাদ
থুই চুমা
নামটি তোমার বলতে আমার
খুবই ভালো লাগে।
একভার যদি দেখি তোমায়
দেখতে আরো ইচ্ছে করে।
মায়ের, বোনের, বতুন বউয়ের
আদর পেয়ে যতো।
যুগের পর যুগ পেরিয়ে।
প্রিয় জনের পরশেতে
রঙ ছড়াও কতো।
তোমার গায়ের গন্ধ যেন
স্বজাতিরই প্রমাণ
পঞ্চ বস্ত্রে রাখছো তুমি
তঞ্চঙ্গ্যাদের মান।
***
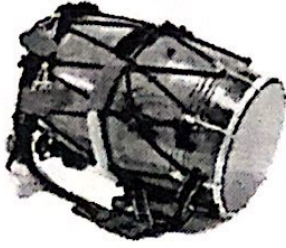
বিষু আইত্স্যা

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ৩১/০৩/২০০৭

বিষু, বিষু, বিষু আইত্স্যা
চারকাইত্তি সংসারত্
নআ নআ রঙ লায়ের
গম্ লায়ের ম-মনত্ ।
কুচি পাদা ধুলিদন
বিষুদিন বুইয়ারে
চার কাইত্তি দুইত্তন
নানা পাইছ্যে খুশীয়ে।
ই পাড়াত্তুন উ-পাড়াত্
ই-ঘরত্তুন উঘরত্
দলে দলে মেলাই মত্তে
বেড়াই আহন গাবুরলক্ ।
***

বঙ্গানুবাদ
বিষু আজ

বিষু, বিষু বিষু আজ
চারিদিকে সংসারে
নতুন নতুন রঙ লাগে
গম লাগে অন্তরে।
কচি পাতা দুলছে
বিষু দিনের বাতাসে
চারিদিকে ডাকছে
নানা পাখি খুশীয়ে।
এ পাড়া হতে ও পাড়ায়
এঘর হতে ও ঘরে
দলে দলে বেড়াচ্ছে
যুবকেরা এক সাথে।
***

আমা ই দেত্শ্যান

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ২৭/০৮/২০০৪

আমাদেশ্চ্যান মুড়ামুড়ি ছড়াছড়ি ভরা
আমা দেশ্চ্যান ভূই জমিনে গাঙে নালে ভরা।
দোল আমা ই দেশ্চ্যান্ ।
নানা জাদর মানুইত্ আহন্
আমা ই-দেশত্
নানা ধক্ক্যা কাম গুরিনে
বাঁচি থান সংসারত্ ।
ঝারে ঝারে নানা জাহাত্
নানা জাদর ফুলফুদন্
গাইছ্যে বাইশ্যে নানা সুরে
নানা পাইছ্যে গান গান্
দোল আমা ই দেশ্চ্যান্ ।
জাদি জাদি পুত্তি মাইন্ষ্যর
বুঅর আশা শমনান,
কল্প তরুর ধক্ক্যা গুরি
ভুরি উধোক্ ই দেশ্চ্যান।
***

বঙ্গানুবাদ
মোদের এদেশটা

মোদের এদেশ মুড়ামুড়ি ছড়াছড়ি ভরা
মোদের এদেশ জমিজমায় খালে নালে ভরা
মনোরম মোদের এদেশটা।
নানা রকম জীবীকাতে
বেঁচে আছে সংসারে।
বনে বনে জাগায় জাগায়
নানা জাতের ফুলে ফোটে
গাছে বাঁশে নানা সুরে
হরেক পাখি গান গায়
মনোরম মোদের এদেশটা।
জাতি জাতি প্রতি লোকের
বুকের আশার স্বপনটা
মাকড়সার জালের মতো
ভরে উঠুক এদেশটা।
***

দ্বিবা তারা

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ১৯৯০

নীল, নীল, নীল উই আকাইশ্যত্
জুন পঅরত্ আমুস্যা রাইদ্যত্
দ্বিবা তারা আহন জুলি
সংসং গুরি।
আজার আজার তারা সমারে
আহন জুলি বানা দ্বি-জনে
যুগ্ যুগ্ ধুরি।
ও পরানদা চানা রিনি
কধক্ লায়ের গম্ তারানে
ম-মনরঅ কধক্ আশা
তরমর জীবনান্ উদোক ভুরি
ছিদিক্ক্যা গুরি।
***

বঙ্গানুবাদ
দু'টো তারা

নীল, নীল, নীল ঐ আকাশে
অমাবস্যা বা জ্যোস্নারাতে
দু'টি তারা আছে জলে।
সমানে সমান জুটি হয়ে।
হাজার হাজার তারার ভিড়ে
রয়েছে জ্বলে যুগ যুগ ধরে
শুধু দুজনে।
ওগো প্রিয় দেখনা চেয়ে
কতো যে ভালো লাগে তাদেরে
প্রাণে যে আমার কত স্বপ্ন জাগে
তোমার আমার গড়বো জীবন
তাদের মতো করে।
**

উড়ং চান

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : মে/৯৮

উড়ং উড়ং মনান যার
রঙে উড়ি যায়।
কুদি আহে ই-দুনিয়াত্
চিআন ভাবি ন-চায়।
ও উড়ং চান
বুচি চানা ত মনান।
যি দিন্নআ গিয়েতর
ক্যেনে ফিরি পায়?
উড়িউড়ি ভাসি বেড়াইত্
কন্ আশায়?
***

বঙ্গানুবাদ
উড়ো উড়ো মনটি যার
রঙে উড়ে যায়
কোথায় আছে এ দুনিয়ায়
ভেবে নাহি চায়।
উহে উড়ং চান
ভেবে দেখো আপন মনে
চলে গেছে যেদিন তোমার
কেমনে ফিরে পায়?
উড়ে উড়ে ভেসে যাও
কোন্ আশায়?
***

ও মা পিথীম্বি

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : অক্টোবর/৯৮

ও মা পিথীম্বি
জন্ম লুইঅং ত-বুঅত্
ধন্যমর জীংগানী।
কানি কুদি দাঙর উইঅং
চারকাইত্ত্যি বেড়াই চাইঅং
ত-বুঅত্ কধক্ মাইন্‌ষ্যর
সুখ-দুঅর জীংগানী।
ও মা পিথীম্বি
নাই আ কুদিঅ
ত-বুঅর স্বর্গধকক্যা
মানাই কুলর জীংগানী।
***

বঙ্গানুবাদ
ও মা পৃথিবী
জন্ম নিয়ে তোমার বুকে
ধন্য আমার এ জীবন।
কেঁদে কেটে বড় হয়ে
দেশ দুনিয়া দেখলাম ঘুরে
ঘুরে ফিরে দেখলাম আমি
তোমার বুকে
দুঃখ সুখে ভরে আছে মানুষের জীবন
ও মা পৃথিবী
স্বর্গ সম তোমার বুকে
নাই কোথাও
মানব কুলের এ জীবন
***

ও বোইন তুই বেড়া আইত্

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ২০০২

ও বোইন তুই বেড়া আইত্
ঘন ঘন আমাচিদি
বেড়া আইদে ন-লাচাইত্
পিবির পিবির বুইয়ারত্
বইনে থালে গেআ জুরায়
মনর মানুইত্ কাইয়া থালে
মুঅ আসি চুঅত্ পুলে
মন-জুরায়।
ত-মনান দিবে কারে
গমে দোলে ভাবি চাইত্
মনর মাইনুষ্যে মন হধা
ভাঙি কুইদে ন-লাচাইত্ ।
***

বঙ্গানুবাদ

ও বোন তুমি আসবে বেড়াতে
ঘন ঘন মোদের কাছে
আসতে তুমি লজ্জা কিছু করবেনা।
ঝিরঝির ঝির বাতাসেতে
হিমেল কায়া হয়ে যায়
মনের মানুষ থাকলে পাশে
মুখের হাসি পড়লে চোখে
মন জুরায়।
মনটা তোমার দেবে কারে
দেখিও ভেবে ভাল করে
আপন যদি ভাবো আমায়
মনের কথা বলতে কভু
লজ্জা কিছু করবে না।
***

রুরু রুরু ঝরানত

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : মে/৯৮

রুরু রুরু ঝরানত্
গাই গাই আহং ঘরানত্ ।
বারেইদি যাবার জুধ নাই,
মনর সমাজ্যাও কেও নাই,
উড়ের শ্যারাইল্ল্যা মেঘলোই সং।
ভাসি উধে মন কথা কারে কং।
ঝল্লা ধুরি রুইয়ার বার
মেঘখান্ গুইজেজ্য কালা।
ইকিকনা যুদি সুযোগ বুচি
আইদ পরান দা।
***

বঙ্গানুবাদ

ঝম ঝম আ বৃষ্টিতে
একা আমি ঘরে
বাহিরে কোথাও যাবো বলে
সুযোগ যে এখন নাই
মনের কথা বলবো খুলে
প্রিয় যে এখন নাই
মেঘের সাথে পাল্লা দিয়ে
উড়ছে বড় চিলতা।
বারে বারে বাতাস এসে
নেচে চলে যায়।
কালো মেঘের ঘনঘটায়
আকাশ ছেয়ে যায়।
এমনি ক্ষনে বন্ধু আমার
আসতে সুযোগ বুঝে।
***

ও মর পরানদা

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ২১/০৬/২০০৩

ও মর পরানদা
তুই আহইত্তোই শঅরত
আবে বিলি খবর দিয়ইত্ নয়াচানত্
তরলাই মুই ভাসাই আহং
গাইছ্যত্ তলে নআঘাদত্ ।
উই বেলানয়ার, রাঙা উইয়ে আকাইত্শ্যান
তরলাই বিলি উতাল পাতাল
ওই রুইয়েদে ম-মনান্ ।
পিবির পিবির বুইয়ার বার
খী খবরলোই ঝাগে ঝাগে
পাইত্ছ্যেন উড়ি যান।
ও পরানদা
এক বোট গেল ন আলেতুই
দি বোট গেল ন আলে।
তর পরানী ক্যানে আহে
চিআন্ ভাবি ন-চালে
***

বঙ্গানুবাদ

ওহে আমার প্রাণ প্রিয়
আছো তুমি শহরে
আসবে বলে বলছো আমায়
নুআ চানে।
তোমার তরে আছি আমি অপক্ষোয়
গাছের ছায়ায় সোআঘাটে
ঐ সূর্য ডুবে লাল হয়েছে আকাশটা
তোমার তবে, উতাল পাতাল
হয়ে আছে মনটা।
ঝির ঝির ঝির বাতাস বহে
কি খবরে ঝাকে ঝাকে
পাখি উড়ে যায়।
তোমার তরে, উতাল পাতাল
হয়ে আছে মনটা।
ওহে প্রাণপ্রিয়
এক বোট যায় পাইনা দেখা
দুই বোট যায় হয় না দেখা
তোর পিয়াসী কেমন আছে।
নাইকি তোমার ভাবনা?
***

ঝাদি আইত্তোই বাচারত্তুন

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ২০০২

ও মর পরান্যা ঝুরং চুয়ী বাপ
ঝাদি আইত্তোই বাচারত্তুন পআই কানিবাক
মদখাইনে তুই আধাপদত্ বাচি নথাইত্তোই
ঝাদি আইত্তোই বাচারত্তুন পআই কানিবাক্।
তুইদ বেলে জুয়া খেলইত্ কত্তে নাইনস্যার বাব
ঝাদি আইত্তোই বাচারত্তুর পআই কানিবাক্।
নুন চিদল আ তেল আনিবে আর আঙর মাইত্
ঝাদি আইত্তোই বাচারত্তুন পআই কানিবাক্
***

বঙ্গানুবাদ

ওহে মোর প্রাণপ্রিয় ঝুরং চোখী বাপ
ত্বরা এসো বাজার হতে কাঁদবে ছেলেরা।
মদ খেয়ে তুই আধাপথে কাটাবিনা রাত।
ত্বরা এসো বাজার হতে কাঁদবে ছেলেরা।
তুমি বলে জুয়া খেল বলছে নাইন্যার বাপ
ত্বরা এসো বাজার হতে কাঁদবে ছেলেরা।
লবন, নাপ্পি, তেল আনবে আরও হাঙর মাছ
ত্বারা এসো বাজার হতে কাঁদবে ছেলেরা।
***

কত ধকক্যা মানুইত্ আহন

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ০২/০৩/২০০৪

কদ ধক্ক্যা মানুইতু আহন সংসারত্
তিন্নাআ বেড়া ন থালেও যা ঘরত্
পদে ঘাদে চা-দআনত্
গবে সবে তে মরত্ ।
কার কি দিক্ক্যা হানা দানা
চলা ফিরা রিনি চায় ।
নিজ চিদা পুরিফেলাই
পর চচালোই তে বেড়াই ।
জাদকুলর ভালাচিদা গুইত্যনয়
সামাজিগর কাম্করইস্যে লুইত্ত্য নয়
জাহাত্ বোইন্যে ব্যাক্কান্ বুচে
গবে সবে তে মরত্ ।
***

বঙ্গানুবাদ

কতো রকম মানুষ আছে
কতো রকম মানুষ আছে জগতে
তিনটা বেড়া নাই যদিও তার ঘরে
পথে ঘাটে কি চায়ের দোকানে
গপ্পো করে জাহির করে
বড়োদরের একটা মানুষ যে নিজে ।
কার কি রকম খানা পিনা চলা ফেরা
বলতে নিজে মজা পায়
পরমন্দের কথা বলে
ঘুরে ঘরে দিন কাটাই ।
***

ঘুমপাড়ানী গান

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ২৫/১২/২০০৮

আয় আয় ঘুমপুরী ঝাদি আয়
আয় আয় ঝাদি আয় ।
চুক্কুন গুরি চিবা চিবা
আয় ঝাদি আয় ।
সনাটুকক্যা-রুবা বাঁশি
লইনে তুই ঝাদি আয় ।
সনা রঙর দআ মিলি
উড়ি আয় ঝাদি আয় ।
***

বঙ্গানুবাদ

আয় আয় ঘুমের পরী ত্বরা আয়
আয় আয় ত্বরা আয় ।
দুচোখ করে চিপা চিপা
আয় ত্বরা আয় ।
সোনার মুকুট, রূপার বাঁশি
সংগে নিয়ে ত্বরা আয়
সোনালী পাখা মেলে
উড়ে আয় ত্বরা আয় ।
***

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ০৯/০৬/২০০৪

বেলান গরের চিরিক চিরিক
মেঘ্‌খান উইয়ে রাঙা
জুর জুর ব-বাসের
ভাসি উদে মর কা-কধা।
ধুধুক্ বাজে টুটুক্ টুক্
বাঁশি বাজে রুরুরু
জুমপধর মোইন দিয়ালী
কন্ গাবুজ্যা আদিযার।
মনান্ উইয়ে উলত্ পালত্
রিনি চালে ন-দেহং।
মনখালে দা ইদি আয়
মনর কধা ভাঙি কং
মত্তুন আহে খিংকরং
খিংকরং।
***

বঙ্গানুবাদ

সূর্য ডোবে চিক্ চিক রোদে
সূর্য ডুবে চিক্ চিক্ (রোদে)
মেঘ হয়েছে রাঙা
জুর জুর বাতাসেতে
ভেসে উঠে মোর কার কথা।
ধুধুক বাজে টুটুক্ টুক্
বাঁশি বাজে রুরুরু
জুমের পথের বাক ধরে
কোন যুবকে হেটে যায় ?
মন হয়েছে উতাল পাতাল
দেখতে চাইলে দেখিনা
মনে চাইলে দেখিনা
মনে চাইলে তা এসো না।
মনের কথা খুলেদি
আমার আছে খিংকরং
খিংকরং।
***

ঘুমপাড়ানী গান (২)

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ২৫/১২/২০০৮

উলি উলি উলি উলি
সনা ধোলোইনত্ ধুলিবং
দুধু খাইখাই ঘুমযাবং।
উলি উলি উলি উলি
সনা টুক্ক্যা মাধাত্দি
রুবা বাঁশির শুনিবং
দুধু খাই খাই ঘুম যাবং।
এক খান কধাইঅ ন-কুবং
দুধু খাই খাই ঘুম যাবং।
***

বঙ্গানুবাদ

উলি উলি উলি উলি
সোনার দোলনায় দুলবো
দুধ খেতে খেতে ঘুমাবো।
উলি উলি উলি উলি
সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে
রুপার বাঁশির সুর শুনবো
কোন কথা বলবোনা
দুধ খেতে খেতে ঘুমাবো।
***

ঘুমপাড়ানী গান (৩)

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ০৯/০৬/২০০৪

আয় আয় ঘুমপুরী ঝাদি আয়,
চুক্কুন গুরি চিবা চিবা
সনারঙর দআমিলি
ঝাদি আয় উড়ি আয়।
কনমুক্ক্যা ন-চাবং, কন কধা ন কুবং
তুই আবারলাই চুক খাদিনে
লুক্ষীগুরি ঘুম যাবং
সনার ধোলোইন্ ভরাই তুই
মক্যা চিঁড়া আনিবে
কাঙারা ঘিলুক্ আনিবে
রুবার বাঁশি বাজার পিধা
মিশ্রী ডলা আনিবে।
বাঁশির সুরে গান গাবে
গান সুরে দুলাবে।

***

লেয়াঙ্যাবী গাবুরী

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ২০০০

ও লেয়াঙ্যাবি গাবুরী;
কারে এধক্ লা-চর তুই
আহইত্ মাধা নিউরী!
তুলনা মাধা রিনি চানা তুই মরে
সাজি গুছি আইত্স্যং মুই ত-চিদি।
ও জুম্মআবি-গাবুরী।
কি বাই এধক্ চিদা গরইত্ পরানী:
মনর কধা ক-না বেলে
কামত্ যাবং বিন্যা উলে।
ঢা-আ ঢাক্ক্যা কাম গুরিবং
বিনি বুইঅ মোইন চিড়ি।
বাগে বাগে
রাঙা রাঙা ফুইত্ছ্যা ফুলুন রিনি চাই
মনর কধা মনত্ তুলি-
আসিবং দ্বি-জনে পরানী।

রাঙা রাঙা পাদাউন

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ০৯/০৬/২০০৪

দেঅং যুদি এইল ছেড়ে রাঙা রাঙা পাদাউন
আসী আইস্যে কধক লাএগম্
নিরইতস্যা মাইনস্যে কেউই চিআন
ন-বুচন, ন-জানন।
চিআন্ এক নআ দুনিআ
চিআন্ এক নআ শমন্ ।
এইল, এইল, এইল ছেড়ে
রাঙা লাত্র গম্ ।
রাঙা আসি রাঙা মন্
রাঙা রাঙা নআ শমন্
রাঙা বিলি সংসারান্
এধক্ আসং আসং।

উদ্বোধনী সংগীত

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ১২/০২/২০১২

আইস্য আইস্য বাব-ভাইলক, মা-বোইন লক্
আইত্স্যা কঠিন চীবরদান-
আমা ই (নআ) ক্যঙত্ ।
মহীয়সী বিশাখা দেআই গিয়ে আমানে
একখান কাম্ ।
পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের কাবরর অভাবত্
আমাধক্ক্যা দায়গর গরানা
(কঠিন) চীবর দান্ ।
আড়াই আজার বছর আক্কি সিদিনত্
গুইজ্জ্যান মাইনষ্যে
কইত্ত্যগুরি বুদ্ধর আমলত্
দরকারান কাবরদান, চীবর দান্
আইত্স্যা আমি গুরির ইদি
(খুব সহজে) ই বিহারত্ । ঐ
একবার কঠিন চীবরর দানফল যেদ্ধুর
চুরাশি আজার ক্যং বানাই দান গুইলেল্যে অ
পূন্যফল উইদনয় সেদ্ধুর।

মা নাই সংসারত্ যার

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ০৮/০৫/২০১১

মা নাই সংসারত্ যার
নাই কি তার অধিকার
কারোর আদর পানা?
খরানে কী যাব জুলি
জীবনান তার
চুল, চুল গুরি ?
মুনিস্বর ভাব
থাই যুদি্ সংসারত্
কে আ যাব পুরি
জীবনান তার
ঘুরিফিরি আন্দারত্ ।

বঙ্গানুবাদঃ

মা নাই সংসারে যার
নাই কী তার অধিকার
কারোর আদর পাওয়া?
খরানে কী যাবে জ্বলে
জীবনটুকু তার
অনাদরে তিলে তিলে?
মানবিকতা
থাকে যদি সংসারে
কেন থাকবে পরে
জীবনটুকু তার
ঘুরে ফিরে আন্দারে।

আহা ই বিল্ল্যা বেলা

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ১২/০৬/১৯৮৬

আহা ই বিলল্যা বেলা
ফাগুইনর বিলল্যা বেলা
নাচি উরে ম-মনান'
পিবির পিবির বুইয়ারে
জুয়াই ম-পআনান'
কৃষ্ণচুড়া ফুল গাইছ্যত্
ফুল ফুইচ্ছ্যন্দে রাঙা গুই'
কাট্টল গাইছ্যর ছাবার তলে
বই আগংগে গাইগাই মুই।
কাট্টল পাগোক, কুউক্ কুউক্
চিংচিং গুইনে নানা পাইছে ডাগরন,
পলাশ ফুলুন ঝাগে ঝাগে
রাঙা আসি আসরন।
আয় ফুইচ্ছ্যন ফুল গন্ধরাজ বেলী ভূইচাপা;
সোনা রঙে আ চনা ব্াহিছ্যে
ভাসি উরে মর কা-করা।

বঙ্গানুবাদঃ

আহা! এই বিকেল বেলা
ফাগুনের বিকেল বেলা।
নেচে উঠে আমার মনটা,
ঝিরি ঝিরি বাতাসে
জুরায় আমার প্রানটা'
কৃষ্ণচুড়া ফুটেছে গাছে
লালে লাল রাঙিয়ে
কাঠাল গাছের ছায়াতে
আছি বসে আনমনে।
কাঁঠাল পাকুক, কুহু কহু
কিচির মিচির, গাইছে পাখি গান,
পলাশের রাঙা হাসি
মন করে আনছান।
আরও আছেফুল গন্ধরাজ, বেলী, ভুঁইচাঁপা;
সোনার রঙে আর সৌরভে মোর
ভেসে উঠে কারকথা।

ও গাবুর্জ্যা

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ১৭/০৭/৯২

ও .... গাবুর্জ্যা
কী ভাবর তুই, আহইত্ চাইনে
আকাইশ্য মুক্যা আ-গুরি?
উই আকাইত্শ্যান
ন-থায় ইধক জনমান।
সময় উলে তা নিয়মে
যায় তে বুদুলি।
আকাইশ্যর ধক্কান তুই
ভাবি বুচি রিনি চা;
ভাবি বুচি কমর বানি
নিজ কামত্ লামিযা
ও .... গাবুর্জ্যা

বঙ্গানুবাদঃ

ও হে .... যুবক
ভাবছ কি যে বসে বসে?
দেখে দেখে আকাশ পানে?
ঐ যে আকাশের রঙ
চিরকাল থাকেনা এমন।
সময়ের তালে সে
যায় যে বদলে
হয় যে এমন।
আকাশের ভাবটুকু বুঝে
যাও নেমে নিজ কাজে
কোমর বেঁধে।

জীবনান মর

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : মে/৯৮

জীবনান মর
কুচু পাদার পানিসং
একেকনা বুইয়ারে- লুইলেল্যে পাদাআন
জীবনর পানিমর পরং পরং।
ও গছাইনে মাইজ্জ্যা বুইয়ারান
ইন্দি উন্দি তালেই মালেই ব-নবাইত্
ম-পরানান ইতুক বিলি
এধক্ ঝাদি ন-নিচাইত॥
ঘুমত্ পুইত্ত্যে; আঙা শালত্
কধক চিদা মুই গরং
ইত্তুক পরানে ই-জীবনত্
মানাই কুলত্ কীই গুরি পারং।
জীবনর পানিমর এক্কুই পরং পরং
জীবনান মর কুচু পাদার পানি সং।

বঙ্গানুবাদঃ

জীবন আমার
কচু পাতার পানি।
একটু খানি হাওয়া এলে
জীবনের পানি মোর
যাবে পরে, জানি।
ওহে উতাল পাতাল হাওয়া
ভগবানের শাপ-খাওয়া
তুই আমার ছোট্ট পরান
দিসনে ফেলে ত্বরা।
ঘুমে যেতে বা টয়লেটে
ভেবে আমি মরি।
ছোট্ট পরানে আমি
মানবের তরে কীইবা
করতে পারি?
জীবন আমার
কচু পাতার পানি।

ভাদ মাইত্স্যা মেঘ মুড়াউন

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ১০/০৭/২০০৩

ভাদ মাইত্স্যা নীল আকাইশর
ধুব্ ধুব কালা কালা মেঘ মুড়াউন্
কত্তুন তুমি আইস্য উড়ি লা রে গুরি?
উলেস্যা আইস্যর উড়ি
জাগায় জাগায় মুড়ায় মুড়ায়
লাঙ্যা-লাঙুনীর
সুখ দুঅর খবরান কোই পারি।
ও সুন্দর মেঘ মুড়াউন
বিল্যা রোইদ ছলগত্
সোনা রঙে জুলি জুলি
কানে কানে কোইজনা মে
কুদি আহে, ক্যানে আহে
ম-পরানর রাঙাদা।

বঙ্গানুবাদঃ

ভাদ্র মাসে নীল আকাশের
সাদা-কালো মেঘ চুড়াগুলো
কোথা হতে আসো তোরা
ধীরে-উড়ি।
হয়তো বা আসো উড়ে
জাগায় জাগায় মুড়ায় মুড়ায়
কতো প্রেমিক-প্রেমিকার
সুখ দুখের খবর জেনে।
ওহে সুন্দর মেঘচুড়াগুলো
বিকেলের সোনালী রোদের আবেগে
সোনা রঙে জ্বলে জ্বলে
যাওনা বলে আমার কানে কানে।
কোথায় আছে, কেমন আছে
মোর পরানের রাঙাদা।

উহ্ হু বুইয়ারান

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ২৩/০৫/২০০৫

উহ্ হু বুইয়ারান
বায় যার গাইছ্য মাধা লারি চারি
পিবির পিবির উরিযার।
ই-বৈশাগ খরানত্
উড়ি-উড়ি গেয়ামর
কধ্বক জুরায় যার।
কী দোল ই পিত্থীম্বিত্
জাগায় জাগায় নানা মাইনস্যে
জুমে ভুইয়ে কাম গুইত্যান।
খরান রোইদে পুরি পুরি
জুর জুর বুইয়ারে
সুঅ আশায় কাম্ গুইত্যান্।

জুম্মআর গান

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ১৯৮৬

জুম জুম জুম গুরিনে যুগ যুগ ধুরিনে
আচু-পিচু চুলি আইত্স্যান জুম গুরিনে।
আচু-নুনু মরে কন, তারা কধায় মুই জানং
কধক্ সুঅর দিন আল সক্কেনে।
আইত্স্যাদ সিদিন নাই, জুম গুরি বাঁচিবার,
জুম্মআ মাইন্ষ্যর জুম গুরিনে ভাত কাবরে
গীদেরিঙে কাদিবার।
চালে অ চিদা নাই
লেআ পড়া শি-ই-নে
জুম্মআ পআই জুম কারবার পারি বদলাই
জুম জুম জুম কধা-পুরি ফেলাবং
জুম যাহাত্ আদা, অলুইদ, কলা, কুচু লাহাবং
কলা, কুচু, আদা, অলুইদ ভারভার বিচিবং।
ভার ভার বিচিনে টেঙা কামাবং।
জুম, জুম জুমকধা পুরি ফেলাবং
নআ দিনত্, নআগুরি, নআ জীবন গুরিবং।

অভিনন্দন সংগীত

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ২১/০২/১৯৯০

এসো হে অতিথি
আজি নীল অম্বর তলে
গিরি ঝর্ণার দেশে এসোহে।
পুষ্পপুঞ্জিত শ্যামল শোভার মাঝে এসোহে।
হাজারো পাখির গান আর
মৌ মৌ গুঞ্জন
মৃদু হিল্লোল বহে, জাগে জাগরন
ধন্য ধন্য আজি তব আগমন।
হেথায় বাঁচি মোরা
আশা নিয়ে বুকে।
দেশকে গড়ে পরে
থাকবো সুখে।
চাই তব জ্ঞানের পরশে
শোভিবে কাননে ফুল
গিরি চুড়া মাঝে।

বাংলা কোরাস

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ১৯৮৮

শতো মায়ের ছেলে-মেয়ে সবাই উপজাতি
লেখাপড়া শিখছি মোরা আবাসিকে থাকি'
মা-বাপের দৈন্যদশায় জীবন মোদের হাহাকার
জীবন গড়ার সুযোগ মোদের দিয়েছেন সরকার।
খানাপিনা কাপড়-চোপর আরও ঔষদ পাতি
বিনা চিন্তায় পড়ছি মোরা আবাসিকে থাকি।
খেলাধুলা গান বাজনার আছে ব্যবস্থা,
শিখতে পারি ভালো ভাবে করি যদি চেষ্টা।
আজকে মোরা ছেলে-মেয়ে স্কুলেতে পড়ি,
দু'দিন পরে হতে হবে দেশের কান্ধারী।

লেখাপড়া শিখবো

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ২১/০২/২০০৫

লেখাপড়া শিখবো
গুরুজনে মনিবো।
সত্যন্যায়ের পথ ধরে
সটিক পথে চলবো।
কষ্ট করে ধৈর্য্য ধরে
অজনাকে জানবো,
বুকে অসীম সাহস নিয়ে
জীবন মোদের গড়বো।
পড়ার সময় পড়াই পড়ি
খেলার সময় খেলা;
জীবন গড়ার সময়েতে
নাই কোন হেলা'
আজ যা কাজ মোদের
কালের জন্য রাখবোনা
অলসতা বাদদেবো
মিথ্যা কভু বলবোনা।
সবে মিলে সকল কাজ
শৃংখলাতে করবো
যত বড় আসুক বাঁধা
সমুখ পানে চলবো।

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ২৪/০৭/২০১১

সকাল বিকাল পড়না শিখি
স্কুলেতে যাই।
লেখাপড়া শিক্ষা ছাড়া
বাঁচার উপায় নাই।
সকাল বিকাল গোসল করি।
পরিষ্কার থাকা চাই,
নখ কাটি আর চুল কাটি
সুস্থ থাকা চাই,
বিকেল বেলা ছুটির পরে
খেলতে মাঠে যাই,
সকালে আর খাবার পরে
বেরাশ করা চাই,
লেখাপড়ার অগ্রগতি
থাকবে অনর্গল
স্বাস্থ্যভাল থাকলে পরে
মনে অটুট বল।

একীভূত শিক্ষা

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ২৪/০৭/২০১১

(দেশাত্মবোধক জারিগান)

শোনেন শোনেন দেশবাসী শোনেন দিয়া মন
একীভূত শিক্ষার কথা করিব বর্ণন।
শোনেন গ্রাম আর শহরবাসী শোনেন দিয়া মন,
একীভূত শিক্ষার কথা জানা প্রয়োজন।
দেশে যদি থাকে বেশি অশিক্ষিতের হার
খুলবে তবে কেমনে বলো উন্নয়নের দ্বার।
কর্মকেন্দ্রীক শিক্ষা ওভাই দেশে বড়ই দরকার,
ভেবে চিন্তে শিক্ষানীতি দিয়েছেন সরকার।
খুঁড়িয়ে চলে, একহাত সচল, বস্তি শিশু,
কেউবা আবার কানে শোনে কম,
কারোর বা চোখের অসুবিধা,
কাজেরত চা-বাগানে শিশু সারাক্ষণ।
একীভূত শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে চলভাই,
লাল সবুজের দেশকে গড়ি শিক্ষার পূর্নতায়।
পাচার হওয়া এতিম শিশু আরও যতজন,
সবার মতো শিক্ষা তাদের অতি প্রয়োজন।
আজ যে শিশু কাল সে হবে দেশের ভবিষ্যত্
সকল শিশুর শিক্ষার তরে খুলতে হবে জট।
হাওর বাওর চরাঞ্চল আর গহীণ পাহাড়-গ্রাম,
শিক্ষার আলো পৌছে দিতে করতে হবে পণ।
শিক্ষা-দীক্ষায় শান্তি সুখে বাঁচতে সবে চায়,
একীভূত শিক্ষাছাড়া কোন উপায় নাই।
এই বলিয়া শেষ করিলাম মোদের জারি গান,
ভাল থাকুন প্রতিজনে থাকুক দেশের মান।

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ১০/০৭/১৯৮৬

নেতা-শুনুন বাংলাদেশী ভাই, শুনুন মন দিয়া
শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড শিক্ষাই ধনমানরে
(সংগীরা) শিক্ষাই ধনমান।
নেতা-শুনুন ঃ (সংগীরা) বাংলাদেশী ভাই-ধনমান
নেতা- উন্নত জীবন যাত্রা তাতো সবে চায়
শিক্ষা ছাড়া পেতে তাহা কোন উপায় নাইরে
(সংগীরা) কোন উপায় নাই।
নেতা শুনুন! (সংগীরা) বাংলাদেশী ধনমান।
নেতাঃ- অধিক খাদ্য ফলাও দেশে
সরকার কতো বলে,
কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষা ছাড়া কোন চাষাই পারেরে
(সংগীরা) কোন চাষাই পারে- ঐ
নেতা ঃ- কারিগরী ব্যবসা বাণিজ্যে হিসাব-নিকাশ চাই
লেখাপড়া শিক্ষা ছাড়া পারে কোন বেটাইরে
(সংগীরা) পারে কোন বেটাই।
নেতাঃ- বৈজ্ঞানিকে করলো ও ভাই একী আবিষ্কার
(সংগীরা) খুব সহজে নিপুন বাবে,
কত্তোরকম কাজ যে করে, এখন কম্পিউটার
নেতাঃ- পরিবারের স্বাস্থ্যরক্ষা খানার উপরে
নিরক্ষরা কোন মায়ে, বুঝতে না পারে রে - ঐ
সকলে ও হো--হো বাংলাদেশী ভাই শুনুন মনদিয়া
শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড চাহেন ভাবিয়ারে
চাহেন ভাবিয়া।
এবারেতে জারি মোদের করি সমাপন
সা-লা-ম জা-নাই আছেন যত সুধীজন।

***

বাংলা স্বরবর্ণের গান

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ৩০/০৭/১৯৮৭

অ-হ-হ, আ-হা-হা,
স্বরে অ, স্বরে আ
খুশী মনে ছন্দে ছন্দে
পড়ি- স্বরে অঃ স্বরে আ।
ই-হি-হি, ঈ-হী-হী
হ্রস্ব ই, দীর্ঘ-ঈ
খুশী মনে গানে গানে,
পড়ি-হ্রস্বই, দীর্ঘ ঈ।
উ হু-হু, ঊ-হূ-হূ
খুশী-মনে গানে গানে
পড়ি হ্রস্ব-উ, দীর্ঘ-ঊ।
ঋ-এ্যা-হে-হে, ঐ হো হৈ
ও হো হৌ
খুশী মনে ছন্দে-গানে,
ঋ-এ, ঐ-ও-ঔ।

চিঅন্ বিলি

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ০৮/০৫/২০১১

চিঅন বিলিনে কন জিনিত্
এক্কোই বারে ফেলা ন যায়।
এক্ কআ পোইসা কম্ উলে য্যেন্
ষোল আনা ন পুরায়।
একা বাইশ্যে বাইত্ নয় আ
একা মাইন্স্যে মানুইত্ নয়।
চিঅন দাঁঙর মিলি থালে
তারেই সমাইত্ কন্ ॥

কানা মাইন্স্যর আইত্ চানা

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : আগষ্ট/১৯৯২

কানা কানা জনম্ কানা
রিনিন-চাই ধুরি চানা।
কানা মাইন্স্যে আইত্ চাইদন,
ঠেঙান ধুরি গাইত্ কুইদন্'
আর্ এক কানায় ধুইল্ল্যা কান
কুলা ধক্ক্যা আইত্সআ পান্ ।
কানায় কানায় আইত্ চাইদন্,
যে, যিআন্ ধরে আইত্ কুইদন।
কুইজজ্যার গুরি কানায় কানায়
আইত্সআ ন-চিন্দ্যন্ ।
কুইজজ্যার গুরি কানায় কানায়
আইত্সআ ন-চিন্দ্যন্ ।
তারার কথায় হুঃ গুরি।
আলদে এক কানাবুড়ি।
আইত্ কুলদে মূলা ধকক্যা,
পিচ্ছ্যল গুরি দাঁত ধুরি।

পূন্নিমা আইত্স্যাবা

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : নভেম্বর/২০০৫

পূন্নিমা আইত্স্যাবা ভরং চান,
উই পুয়েদি গাইছ্য বাইশ্য ছেড়েদি
দু-নিআ লাংগুরি উদেরছি
পূন্নিমার বড় চানান্ ।
উই আমা মোইন-কেঁঙঅত্ মংবাইদন
পুঁ-পুঁপুঁ শংখ ঘন্টা বা আইদন;
উড়ি উড়ি যাইদ চার ম-মনান।
যেই যেই লএ সমাইর্জ্যা ঝাদি যেই
কেঁঅঙত্ উদি ইহিম গুরি
বাত্তি জ্বালা যেই।
চিত্মন দিউল গুরি ধর্ম কধা শুনিবং
বুদ্ধ, ধর্ম-সংঘ কধা
মনত্ গাদি লোইনে আমি
শীল পালাবং।

স্কাউটের গান-২

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ১৯৯৬

গড়বো মোরা সুন্দর দেশ

গড়বো মোরা সুন্দর দেশ
ধনে জনে স্বাস্থ্য সুখে
নিরপদে থাকবো সবে বেশ।
ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, জাতি
থাকবে নাকো ভেদাভেদ।
সবে মিলে ধরাধরি গড়বো মোরা
প্রাণের বাংলাদেশ।
মহান নেতা: ব্যাভেন পাওয়েল
তুমি বলেছো;
"জন্মের পর পৃথিবীকে
যেমন পেয়েছো;
মরনের আগে আরো কিছু তুমি
সুন্দর করে যাও।"
মোরা সবে মিলে মিশে
আদেশ তোমার মানতে সবে
যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

স্কাউটের গান- ১

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : ১৯৯৬

মোরা কাব
মোরা কাব মোরা স্কাউট
বেডেন পাওয়েলের মূলমন্ত্রে।
আকেলা, আমরা
বড়দের কথা মেনে চলবো,
নিজেদের খেয়ালে কিছুনাহি করবো।
সৎপথে সব কাজ করবো।
সৃষ্টিকর্তার
আদেশ মেনে চলতে
দেশের জন্য ভাল কিছু করতে,
যথা সাধ্য চেষ্টা করবো।
প্রতিদিন মানুষের উপকার করতে
কাব স্কাউট আইন মেনে চলতে
যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

দ্বৈত কণ্ঠে প্রেমের গান

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রচনা : অক্টোবর/১৯৯৮

রাঙাচান ঃ ও বোইন কালাবী, পরানী!
এধক্ তুই মন্‌কেআ গুইজ্জ্যত কালা?
আপন যুদি ভাবইত্ মরে
মন হধা ভাঙিচুরি কই চানা।

কালাবি ঃ ও দা রাঙাচান
মন-হধা কুইধ গেলে
ভাসি ওধে নানাহান,

রাঙা ঃ কী তর তিদামিদা
জমা উইয়ে নানাহান
শুনি মর বুক্ক আ জ্বলের
ভাঙি কনা বুচিচাং।

কালা ঃ মন হধা ভাঙি কুলে
মনত্ আর দুগ বাড়ে,
কন হধা কুইদুং নয়
কালাবিরে কালা ভাবি
ফেলাই যা তুই মরে।

রাঙা ঃ না, না, না-
স্যেন্‌দ ওই ন পারে
পরানী ন ডাহন মাইনস্যে
যারে তারে।
মুইঅ মানুইত্
পরান দিনে গম্ পাইঅংগে মুই তরে।
কী কধাত্তুন বুঅত্ শেল্
মাইল্যে আইত্স্যা তুই মরে ?

কালা ঃ না, না, না- রাঙা দা
মনর হধা ভাঙি হং
পরান দিনে মুইঅ তরে
যদেপদে গম পাইঅং।
কালা বিলি রাঙা দা চিঅত্
আবর হাইদে মুই লাচাং।

রাঙা ঃ ছালে কেআ বেঙাচুরা
হধা হইত্তে পাঅলী?
মনর মাইন্‌ষ্যে মন হধা
কুবে ভাঙিচুরি।
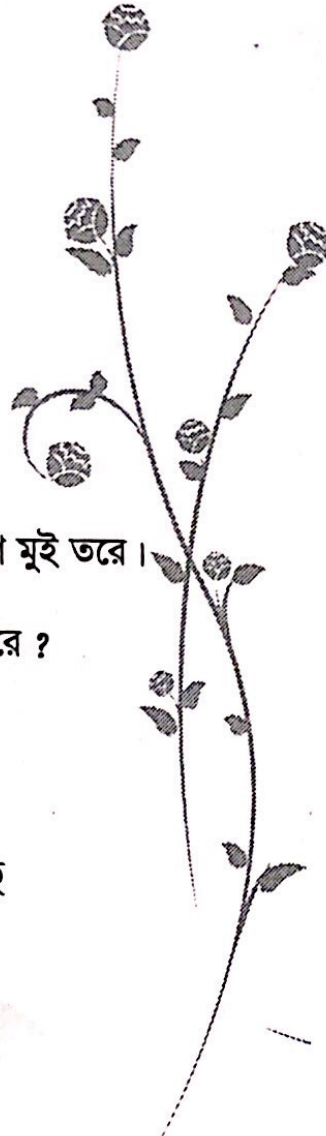
কালা ঃ কম্‌ বয়ইতস্যা মেলাপআয়
তরলোই মুই গরঙ কী
মামা মরে গাল দিয়েদে
চুলত্‌ ধুরি টানি।

রাঙা ঃ মনতর অই থাইমর যুদি
পাইত্ত নয় তম্মা তরে
রাহাই চুলত্‌ ধুরি টানি।

কালা ঃ ও মর রাঙাদা
শুন তুই ম-হধা
তুই বাভেদে বাশিবা
মুই বালুং ধুধুক্‌কআ।

উভয়ে ঃ সুরে সুরে দ্বি-জনে
কুবং হধা গোপনে
ই মূঢ়াত্তুন উ-মুঢ়াত্‌
দ্বি মনত্তুন একমনত্‌
অইনে আমি গীত গাবং
চার কাইত্যি সংসারান
অই উদিব আসং আসং।
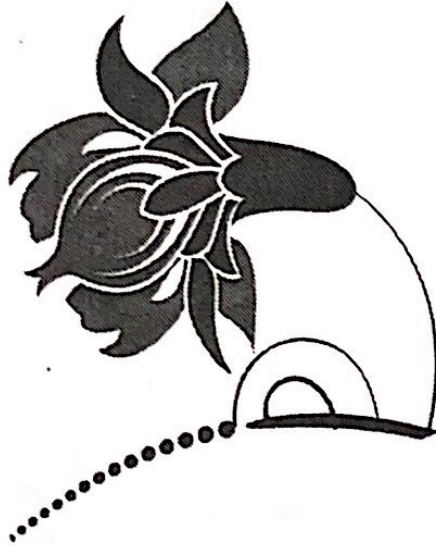
আমি মনে করি, মানুষের সুখ দুঃখের অনুভূতিকে সরবে ছন্দাকারে উচ্চারিত ধ্বনিই হচ্ছে গান। সে যে ভাষায়ই হোকনা কেন। হয়তো সুখের আনন্দ অনুভুতি বা দুঃখের প্রকাশ অথবা ভবিষ্যৎ আশা নিরাশা ও প্রেম-বিরহের বহিঃ প্রকাশ। কোন বেতার সম্প্রসার কেন্দ্র থেকে কোন গান সম্প্রসারিত হলে তখন একই সংঙ্গে শহর থেকে গ্রামে, এমনকি গহীণ অরণ্যে ও সাগরে বা মরুভূমিতে ঐ গানটি রেডিও সেটে শোনতে পারে। একথা উপলদ্ধি করার মধ্য দিয়েই আমার গান লেখার প্রচেস্টা। নাইবা থাকুক সে গানে মোহিত করার শক্তি। বিচারক বর্তমান বা ভবিষ্যৎ শ্রোতা।

গীতিকার
লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা